কুষ্টিয়ায় নানাবাড়ি বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় পুকুরে ডুবে কণিকা (১০) নামে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলার মোড়াগাছা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কণিকা ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কালীশংকরপুর গ্রামের বিপুল আলীর মেয়ে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ঈদের ছুটি উপলক্ষে বাবা-মায়ের সঙ্গে সে মোড়াগাছা গ্রামে তার নানা আব্দুর রাজ্জাকের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

কণিকার মামা মিলন হোসেন জানান, ঈদের পরদিন তার বোন স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। রোববার দুপুরে কণিকা ও প্রতিবেশী শিশু রবিন বাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত ইটভাটার পুকুরে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে কণিকা পানিতে তলিয়ে যায়। সঙ্গে থাকা রবিন বাড়িতে ফিরে বিষয়টি জানালে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরের গভীর থেকে কণিকাকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সবুজ সায়েম জানান, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছিল। ফলে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ হয়নি।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা জাকির হোসেন বলেন, পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে শিশুটির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনার রাঙিয়ারপোতা থেকে স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন রাঙিয়ারপোতা গ্রাম থেকে দিনের বেলায় এক স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার সকালে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ওই স্কুলছাত্রী অপহরণের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ছাত্রীর পিতা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। থানা পুলিশ স্কুলছাত্রীকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দর্শনা থানার রাঙিয়ারপোতা গ্রামের মো. শাহিন মিয়ার মেয়ে পার্শ্ববর্তী সিংনগর গ্রামের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। রোববার সকাল ৯টার দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে রাঙিয়ারপোতা গ্রামের ঘোনাপাড়া এলাকায় প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় অপহৃত ছাত্রীর পিতা মো. শাহিন মিয়া দুপুরে বাদী হয়ে একই গ্রামের বিল্লাল মিয়ার ছেলে সাজ্জাদ হোসেন (২০)-কে প্রধান আসামি করে দর্শনা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. হিমেল রানা বলেন, “এ ঘটনায় আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি এবং ভুক্তভোগীকে উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে।”

ঝিনাইদহে স্কুলছাত্রীকে তুলে

নিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে এক স্কুলছাত্রীকে বাড়ি ফেরার পথে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে এবং তা প্রদর্শন করে অভিযুক্তরা এলাকায় ‘উল্লাস’ করেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পরিবার মহেশপুর থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করেছে।

এজাহার ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় ওই স্কুলছাত্রী পাশের বাড়ি থেকে নিজের বাসায় ফিরছিল। পথিমধ্যে সামন্তা বাগদিরাইট গ্রামের রাস্তার ওপর থেকে শাওন ও হযরত আলী তার মুখ চেপে ধরে পাশের একটি ঘাসক্ষেতে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে সেখানে আরও দুজন যোগ দেয়।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়, একই গ্রামের হাফেজুল ইসলামের ছেলে হযরত আলী, তরিকুল ইসলামের ছেলে শাওন এবং দিনুর ছেলে নয়ন পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। এ সময় ফরিদ হোসেনের ছেলে আমিন ওই ছাত্রীর মুখ চেপে ধরে রাখে যাতে সে চিৎকার করতে না পারে।
এ ঘটনায় শাওন ও আমিন মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে। ধর্ষণের পর তারা ভিকটিমকে হত্যার হুমকি দেয় এবং ঘটনাটি জানাজানি হলে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়।

ভুক্তভোগী ওই স্কুলছাত্রী অশ্রুশিক্ত কণ্ঠে বলে, “ওরা আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সর্বনাশ করেছে। আমার পরিবারকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছিল, তাই ভয়ে কিছু বলিনি। কিন্তু ওরা নিজেরা সেই ভিডিও মানুষকে দেখিয়ে আনন্দ করছে। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।”
মামলার বাদী ফাতেমা খাতুন বলেন, সামাজিক মর্যাদা ও জীবনের ভয়ে আমরা প্রথমে চুপ থাকলেও অভিযুক্তরা ভিডিওটি লোকজনকে দেখায়। তখন বিষয়টি আমাদের নজরে আসে।

এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, “এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে ইতোমধ্যে আমরা অভিযান চালাচ্ছি।”

গাংনীতে স্কুল ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব, ভ্যানচালককে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করার অভিযোগে আব্দুল খালেক (৪৮) নামের এক ভ্যানচালককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা।

ভ্যানচালক আব্দুল খালেক গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত চেতন মন্ডলের ছেলে।

আজ রবিবার (২৭ জুলাই) দুপুরের দিকে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানা পুলিশ তাকে আটক দেখিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আদালতে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভিকটিমের মায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল জানান, চলতি মাসের ২১ তারিখে ওই শিশুটি অভিযুক্ত আব্দুল খালেকের ভ্যানে করে নিজ বাড়ি গাঁড়াডোব গ্রামে ফিরছিল। পথিমধ্যে বাঁশবাড়িয়া তেলপাম্পের কাছে এসে শিশুটিকে একা পেয়ে আব্দুল খালেক তাকে বোতলের কোমল পানীয় খাওয়ানোর প্রস্তাব দেয়। শিশুটি তা খেতে অস্বীকার করে। পরে সে নানাভাবে অসামাজিক ও কুরুচিপূর্ণ কথা বলে কুপ্রস্তাব দেয়। তখন শিশুটি বুদ্ধিমত্তার সাথে ভ্যান থেকে নেমে পড়ে এবং বাড়ি ফিরে ঘটনাটি পিতা-মাতাকে জানায়।

পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন ভ্যানচালক খালেককে খুঁজতে থাকেন। আজ দুপুরে শিশুটি তাকে সনাক্ত করলে স্থানীয়রা আব্দুল খালেককে ধরে গণধোলাই দেন এবং পরে পুলিশে সোপর্দ করেন।

গাংনী থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে।

পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত খালেক ঘটনাটি স্বীকার করেছেন।

এ ঘটনায় শিশুটির পিতা ইসরাফিল বাদী হয়ে ২০০০ সালের শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনের ১০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছেন (মামলা নং- ৩০, তারিখ: ২৭/০৭/২৫)।

এ ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্রীর

পরিবারের অজ্ঞতায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো ঝিনাইদহের আরও এক স্কুল ছাত্রীর।

বুধবার (১১জুন) রাতে সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নের পাকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ওই কিশোরী রাবেয়া খাতুন (১৫) ওই গ্রামের আব্দুল্লাহ হোসেনের মেয়ে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী।

স্বজনরা জানায়, বুধবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে নিজ ঘরে সাপে ছোবল দেয়। প্রথমে পরিবারের লোকজন তাকে স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সেখানে তার শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন হাসপাতাল থেকে আবারো ওঝার কাছে নিতে গেলে পথে তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক মেফতাহুল জান্নাত বলেন, সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা আমাদের না জানিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়ার চেস্টা করে। পথে কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে আবার ফেরত আনলে আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পায়।

হরিণাকুন্ডুতে স্কুলছাত্রীকে ধ*র্ষ*ণের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে ৯ বছর বয়সী এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার রাতে শিশু শিশুটিকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্বজনরা জানায়, হরিণাকুন্ডু উপজেলার রূপদাহ গ্রামের ২য় শ্রেণীতে পড়ুয়া স্কুলছাত্রী বুধবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলো। ফেরার পথে শিশুটিকে ফুসলিয়ে মাঠের মধ্যে নিয়ে যায় একই গ্রামের প্রতিবেশী রমজান। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণ করে। পরে মাঠ থেকে সবজি তুলে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। নির্যাতনের বিষয়টি শিশুটি রাতে পরিবারের কাছে জানালে রাতেই তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নির্যাতিতার পিতা বলেন, অভিযুক্ত রমজান এর আগেও এলাকায় একই ধরনের অপরাধ করেছে। তিনি খুবই খারাপ প্রকৃতির লোক। আমরা চাই তাকে দ্রুত গ্রেফতার করা হোক। আমরা তার কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি জিয়াউর রহমান বলেন, ৯ বছর বয়সী এক শিশু ধর্ষনের শিকার হয়েছে এমন খবর পেয়েছি। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ আসে নি। লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে নিজ ঘর থেকে রুবিনা খাতুন (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের সদস্যরা।

রুবিনা খাতুন গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে ও হাড়িয়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে নিজ শয়ন কক্ষের বাঁশের আড়া থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রায়পুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য রাজু আহমেদ জানান, আগামীকাল শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রুবিনা খাতুনের পরিবারের লোকজন তার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করেছিল। কিন্তু রবিনা খাতুন ওই বিয়েতে রাজি ছিল না। সে কারণেই হয়তো এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গলায় ফাঁস নিয়ে এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।